যুগান্তর

তাং 20 APR 2017
পৃঃ ২৬ কলাম ৬

শ্রীপুরে রংসাইড থেকে গাড়ি সরাতে বলায় পরীক্ষার্থী আটক

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে রংসাইড থেকে গাড়ি সরাতে বলায় এক মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার্থীকে আটকের অভিযোগ করেছেন তার বাবা। মঙ্গলবার রাতে জৈনা বাজার এলাকা থেকে একটি প্রাইভেটকারসহ ওই শিক্ষার্থীকে আটক করে পুলিশ।

আটককৃতের নাম আশরাফুল ইসলাম আশিক। সে শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের তালতলী গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য জয়নাল আবেদীনের ছেলে। সে এ বছর ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

জয়নাল আবেদীন মুঠোফোনে জানান, সম্প্রতি পরীক্ষা শেষ করে সে বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে প্রাইভেটকারে গ্যাস নেয়ার জন্য সে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জৈনাবাজার আহাম্মদ ফিলিং স্টেশনে যায়। সেখান থেকে ফেরার পথে সাদা পোশাকধারী পুলিশের প্রাইভেটকার সড়কের উল্টোদিকে (রংসাইডে) রাখা ছিল। ফিলিং স্টেশন থেকে বেরিয়ে যেতে প্রাইভেটকার থেকে নেমে সে গাড়িটি সরাতে বলে। এ সময় সাদা পোশাকধারী শ্রীপুর থানার উপ-পরিদর্শক আবুল হাসান তাকে থাপ্পড় দেয়। এ নিয়ে শিক্ষার্থীর সঙ্গে ওই পুলিশ কর্মকর্তার বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে এলে পুলিশ ও শিক্ষার্থীর পরিচয় প্রকাশ পায়। জয়নাল আবেদীনের ছেলে পরিচয় পাওয়ার পর মাদক সেবনে মাতলামির অভিযোগ তুলে ওই পুলিশ কর্মকর্তা প্রাইভেটকারসহ শিক্ষার্থীকে থানায় নিয়ে যায়।

জয়নাল আবেদীন জানান, তার ছেলে কোনো রকম মাদকসেবী নয়। কোনো অপরাধ থাকলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে, কিন্তু নিরপরাধ শিশু সন্তানকে আটক করার বৈধতা নেই। রাতে শিক্ষার্থীর মা আনোয়ারা বেগমকে থানায় পাঠানো হয়। এ সময় শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান সাত লাখ টাকা ঘুষ দাবি করেন। পরে বুধবার বেলা আড়াইটা পর্যন্ত দাবিকৃত ঘুষের রেট তিন লাখে এসে দাঁড়ায়। একই সঙ্গে জয়নাল আবেদীনকে পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাতের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়।

অন্যথায় ওই শিক্ষার্থীর নামে যে কোনো মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানোর হুমকি দেন ওসি। ঘুষ দাবির বিষয় অস্বীকার করে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান জানান, ওই ছেলের বাবা গত প্রায় এক বছর ধরে পলাতক রয়েছে। তার ছেলেকে নিতে হলে বাবাকে থানায় আসতে হবে। তা ছাড়া ওই ছেলে মাদক সেবন করে উল্টাপাল্টা গাড়ি চালিয়েছে এবং পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর